তারিখ ... 12 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

সংবাদ

মানবসম্পদ উন্নয়নে 'শিক্ষা সহায়তা'

আফরোজা বেগম রীটা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ (এসডিজি-৪) অর্জনে মানব কল্যাণ ও দারিদ্র্যবিমোচনকে বৈশ্বিক উন্নয়ন আলোচ্যসূচির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ আলোচ্যসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের প্রচেষ্টায় বিগত বছরগুলোতে সরকারের আর্থ-সামাজিক খাতে বাৎসরিক বাজেটের শতকরা ২০ ভাগেরও অধিক হারে অর্থ বরাদ্দ করেছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের মধ্যে শিক্ষা ও প্রযুক্তিখাত অন্যতম। চলতি অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে বাজেটের ১৪.৩৯ শতাংশ। এর পরিমাণ ৪৯ হাজার ৯ কোটি টাকা। গত ১০ বৎসরের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ বরাদ্দ।

২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের পর তারই উদ্যোগে রূপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুমোদিত হয়। এই নীতিমালার আলোকে ১৭ বছরের পুরোনো কারিকুলামকে যুগোপযোগী করে ২০১৩ সাল থেকে সৃজনশীল-পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করতে নতুন পাঠ্যবই প্রণয়ন করা হয়। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন ও তৎসংক্রান্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মাল্টি মিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গত ২৯ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে 'প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ তৈরিতে জনপ্রতিনিধি ও বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

শিক্ষাই নারীর ক্ষমতায়নের একমাত্র পথ–এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের চরাঞ্চল, হাওর ও বাঁওড় এলাকার মতো দুর্গম অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় শিখন ক্ষমতা বাড়ানো, মনোযোগী করে তোলা, ভর্তির হার ও উপস্থিতির হারসহ ঝরেপড়ার হার কমানো সম্ভব হয়েছে। ব্যাপক সচেতনতা ও উপবৃত্তিসহ সরকারের নেয়া বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগের ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে সংখ্যাসাম্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার গণ্ডি পার হয়ে এদেশের মেয়েরা বিপ্লব ঘটাতে শুরু করেছে। জেনেভা অর্থনৈতিক ফোরামের 'বিশ্ব লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিবেদন-২০১৪' এর পরিসংখ্যানে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণের এনরোলমেন্ট সূচকে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রথম সারির ১০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সময়ে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় নির্ধারিত সময়সূচির আগেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীর সমতা অর্জন সম্ভব হয়। এই অর্জিত সফলতার পেছনে রয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব চিন্তা ভাবনার ফসল হিসেবে সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ও অভিভাবকদের সচেতনতা।

বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণে ৮ বছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শ্রেণীর ২ কোটি ৪৯ লাখ ৮৩ হাজার ৯৯৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১১ কোটি ৫৫ লাখ ২৬ হাজার ৯৫২ কপি পাঠ্যপুস্তক ২ শতাংশ বাফার স্টকসহ মুদ্রিত করেছে। প্রাথমিক স্তরের আড়াই কোটি শিশুর হাতে বিনামূল্যে সাড়ে এগারো কোটিরও বেশি বই বিতরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৬টি বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে সম্পূর্ণ নতুন, চাররঙা ও আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তক বিতরণসহ ই-বুকের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এছাড়া সারাদেশে সর্বপ্রথম প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদরী মোট ৫টি নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য ৮ ধরনের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের শিক্ষা খাতে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় মায়েদের উপবৃত্তির আওতায় আনার বিষয়টি সর্বজন মহলে অর্থবহ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১ মার্চ, ২০১৭'তে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন। যার আওতায় আসছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ১ কোটি ৩০ লাখ শিশুর মা।

২০১২ সালের ১১মার্চ তারিখে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা বিল-২০১২' জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার পর থেকে যেসব দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী অর্থের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে না পেরে ঝরে পড়ত তাদের মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত উপ-বৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৪২টি সরকারি এবং ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে ট্রাস্টের জন্য আইন প্রণয়ন করে বাংলা মাধ্যমের স্কুল ও মাদ্রাসার জন্য অভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় উচ্চস্তরের একাডেমিক সুপারভিশন, পরীক্ষা গ্রহণ, সার্টিফিকেট প্রদান তথা সঠিক কার্যক্রম পরিচালনার্থে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১৩ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। বাংলা মাধ্যমের মতো মাদ্রাসা শিক্ষায় এখন সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাক্রমেও কৃষি, কম্পিউটার, শিক্ষা, তথ্য প্রযুক্তিসহ প্রতিযোগিতামূলক, আধুনিক ও জীবনমুখী বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও মুক্ত চিন্তার মানব গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই সরকার বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও প্রণোদনা যুগিয়ে চলেছে। কমিশনের কার্যক্রমের মধ্যে একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, পিএইচডি ফেলোশিপ, ইউসিজি এওয়ার্ড, পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ, ইউসিজি মেধাবৃত্তি, জনতা ব্যাংক মেধাবৃত্তি, অন্ধবৃত্তি, ইউসিজি প্রফেসরশিপ, প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক এবং নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে রোকেয়া চেয়ার উল্লেখযোগ্য।

মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষায় সরকারি সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে কেবলমাত্র সরকারি নয় বেসরকারি শিক্ষা খাতকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ঐ উদ্যোগের ফলে দেশে বেসরকারি খাতে বহুসংখ্যক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের নতুন করে ৫৭,০০০ জনের অধিক শিক্ষক ও কর্মচারীকে এবং প্রায় ৬,০০০ জন সহকারী গ্রন্থাগারিকদের এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। উচ্চশিক্ষায় গুণগত মান নিশ্চিতকরণে এবং বিশ্বমান পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে 'এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ, ২০১২' প্রণয়নসহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন তথ্য সংবলিত 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট' ইনফরমেশন সিস্টেম-এর আওতায় একাডেমিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়াবলি নিশ্চিত করার কাজ এগিয়ে চলছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত ইউনেস্কোর গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং রিপোর্ট ২০১৬তে বলা হয়েছে, শিক্ষায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ (এসডিজি-৪) অর্জন সম্ভব নয়। এ প্রতিবেদনে বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের ওপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে, পর্যাপ্ত অর্থায়ন, নীতি-সমন্বয় ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়ানো সম্ভব হলেও ৩৯ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই মেটাতে হবে। গতমাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৩ দিনব্যাপী বাংলাদেশসহ ৯ দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই ৯ দেশে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের বাস। এসব দেশের বয়স্ক মানুষদের একটা বড় অংশ নিরক্ষর। তাই এসডিজি-৪ এর লক্ষ্য পূরণ করতে জিডিপির ৪ থেকে ৬ শতাংশ শিক্ষায় বরাদ্দ রাখা উচিত বলে তারা অভিমত দিয়েছেন। ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমমানের শিক্ষা নিশ্চিত করা, শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো, সবার জন্য বিনামূল্যে সমমানের মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাক-মাধ্যমিক শিক্ষা, সুলভে কারিগরি ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরি প্রতিবন্ধিবান্ধব শিশু অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ে ৭টি লক্ষ্য এ সম্মেলনে নির্ধারণ করা হয়। ই-নাইন সম্মেলনে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

বৈশ্বিক তথা জাতীয় উন্নয়নের সব ধরনের উপাদান এমনকি সুশাসনও শিক্ষিত মানবসম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য স্বাক্ষরতার হার বাড়ানো, প্রাথমিকে শতভাগ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, ঝরেপড়ার হার শূন্যের কোটায় নিয়ে আসার মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ এর লক্ষ্য 'সবার জন্য মানবসম্পদ শিক্ষা' নিশ্চিত করা সম্ভব।

(পিআইডি-শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম নিবন্ধ)